বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কোন্ পথে

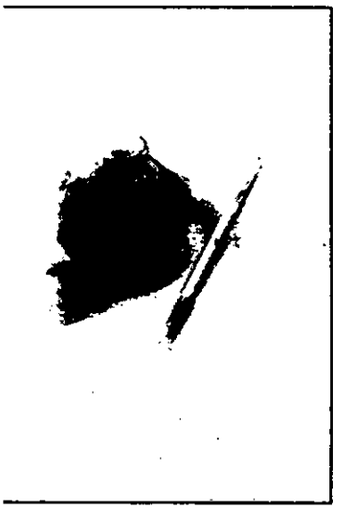

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড একথা আমরা প্রায়ই শুনি। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হল বহু রক্তাক্ত সংগ্রামের পর আর সেই রক্ত ঝরিয়েছে বাংলাদেশের অগণিত সাধারণ মানুষ। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত এই বাংলাদেশী জাতিটির মেরুদণ্ডের কি অবস্থা কেউ কি ভাবছেন? আর শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অবস্থানটাইবা কোথায়? প্রথমেই ধরা যাক বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা। লোকসংখ্যা, নগর এবং গ্রামসমূহের সংখ্যানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং শিক্ষা বিস্তারের পরিস্থিতি নির্ণয়ের পূর্বে বর্তমান যে সমস্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় সক্রিয়ভাবে শিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যা (১৪

াটি) অনুযায়ী কতদূর এগিয়ে যাচ্ছে সেটি লক্ষ্যযোগ্য। নানা তথ্য থেকে প্রকাশ বাংলাদেশের শিক্ষা
ষ্ঠানগুলির তথা প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষার স্তর পর্যন্ত অবস্থা আশানুরূপ নয়। এসব বিদ্যালয়,
ধবিদ্যালয়, যা বর্তমান সময়ে আমরা দেখছি, তাতে শ্রেণীকক্ষের, আয়তন অপেক্ষা ছাত্রসংখ্যা
াচিয়ে যাচ্ছে। সাধারণত একটি শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষকের জন্য ৪৫ জন ছাত্রই পড়ানোর মানে
tandard) পড়ে, ৪৫ মিনিটব্যাপী পাঠদান বা বক্তৃতা ততোধিক হলেই শিক্ষকের পক্ষে শ্রেণী বা
ন নিয়ন্ত্রণ রীতিমত দুরূহ হয়ে ওঠে। সে কারণে শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি এ
টাই অপরিহার্য। তবে এ পর্যন্ত এ মান বজায় রাখার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা হচ্ছে বলেই
শশ। সামগ্রিকভাবে এ ধরনের পরিকল্পনা কখনো গৃহীত হয়েছে বলে মনে হয় না।
টি জাতির প্রতিটি ব্যক্তির জন্য শিক্ষার যে অপরিসীম গুরুত্ব তাকে আদৌ অবহেলা করা চলে না।
ক্ষা প্রদানকালে হাতে-কলমে (Demostration) এবং অনুশীলনে (exercise) যে বাস্তব জ্ঞান
ওয়া হয় তা বক্তৃতা সর্বস্ব নয়। এছাড়া নানা কৌশলে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাদানের নেওয়াজ রয়েছে।

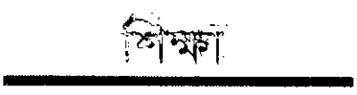

শিক্ষা

সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর কাছ থেকে ছাত্ররা শিক্ষা লাভ করে থাকে। তাই বলে জীবন বিধানমূলক নীতিজ্ঞান সম্পর্কীয় শিক্ষা প্রদান শ্রেণীকক্ষে সম্ভব নয়। এটি শিক্ষকের সুনীতি, চরিত্র,
ক্তৃত্ব এবং সচ্চরিত্রের প্রতিফলন ঘটে ছাত্রদের ওপর। প্রকৃত জ্ঞানার্জনে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের
্য প্রচুর অধ্যয়ন করতে হয় গ্রন্থাগারে (library works) যদিও তা পাঠ্যসূচীর (Syllabus)
্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু শিক্ষককে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হয় পাঠ্যসূচী।
ক্ষককে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলতে হয়। শিক্ষা পেশার সঙ্গে অন্য
ন পেশার সংমিশ্রণ করা চলে না। শিক্ষা হচ্ছে তাপস্য। এ পেশা পবিত্র হৃদয় সংবেদ্য। একজন
ক্ষককে তাই একই সঙ্গে রাজনীতি বা ব্যবসা-পেশা সম্পৃক্ত হওয়া চলে না। একই সঙ্গে একজন
ক্ষক যদি রাজনীতি ব্যক্তিত্ব হন কিংবা কোন অর্থকরী ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে যান তাহলে তার
ক্ষকতার ব্যর্থতা অনিবার্য। আমরা শিক্ষাকে মূল্যায়ন করবো এর সৎ গুণাবলী দিয়ে যা সত্যিকারের
সুন্দর সামাজিক মানুষ নির্মাণ করে। এই শিক্ষা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নেই। এখন শিক্ষা
র্যক্রমের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। সাধারণ শিক্ষার (General) সঙ্গে প্রযুক্তিগত
echnological) শিক্ষার সমন্বয় হতে চলেছে। দু'য়ের মধ্যে বিষয়ী ব্যবধান থাকলেও বাস্তব
বনের প্রতিপদে, পদক্ষেপে সফল জট ছাড়িয়ে আধুনিক মানুষকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে যুগের সঙ্গে
প মিলিয়ে। একই রেখায় আমাদের কল্পনা এবং অভিজ্ঞান আত্মসংবেদী চেতনায় মিশে একাকার
য় যাচ্ছে। এ দৈরথে আমাদের জীবনযুদ্ধ। তুমি যখন আকাশে উড়বে তখন নিশ্চয় নিচেয় নামার
া কিম্বা কোথায় নামবে সেই লক্ষ্যের কথা ভুলে যাবে না। প্রতিটি পদক্ষেপে তোমার গন্তব্য
র্ণীত থাকতে হবে।
ক্ষক মানেই হচ্ছে শিক্ষা-গুণের আধার। তিনি হবেন সচ্চরিত্রের অধিকারী, দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন
ক্ষিত মানুষ। জ্ঞানবান শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতার আদর্শে ছাত্রদের কাছে হন অতীব আদরণীয় ও
ক্ষয়। তিনি কেবলই তাঁর ছাত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে ব্রতী কারিগর। ছাত্রদের পাঠদানের
য়গুলো তাঁর আত্মগত এবং অধীগত। তিনি যখন শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে রত তখন ছাত্ররা যেন
নক্রমেই তাঁর অধীগত জ্ঞানে দুর্বলতার কোন স্পর্শ বা আভাস না পায়। শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের পূর্বে
ক এমনভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে যে তিনি পাঠদানের বিষয়টি অন্তর্গত অনুভূতির আয়ত্বে যা
খেছেন তা ছাত্রদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে সক্ষম হন। শিক্ষকের বড় গুণ হচ্ছে তাঁর পাঠদানে
ার্থীরা সহজেই আগ্রহভরে পাঠ আত্মস্থ করে নিতে পারে যাতে তাদের মূল্যবান সময় অতিরেক
ন কোচিং সেন্টারে পড়তে গিয়ে অপচয় করতে না হয়। বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে গরীব মেধাবী
রাই বেশী উপকৃত হয়। বাছাই করা কতিপয় দরকারী (important) নোট মুখস্থ করার অভ্যেস
লে ফেলে প্রকৃত জ্ঞানার্জনে ব্রতী হওয়ার দিকে ছাত্রদের ঝোঁক বা অভ্যাস সৃষ্টি করাই হবে বিধেয়।
ত ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনায়ন হবে সুদূরপ্রসারী বিকশিত বিকিরণোজ্জ্বল।
শ্বর বহুদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। সেসব দেশের
জ্ঞজনেরা সঠিকভাবেই অনুধাবন করেছেন প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার ভিত্তি নির্মাণ করতে হয়।
মিক অবস্থা থেকে উত্তরণে শিশুরা শিখতে থাকে। সেই শিক্ষা দাঁড়াবে মজবুত ভিত্তির ওপর।
ই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের শিক্ষক হতে হবে মজবুত। একটি জাতির ভবিষ্যৎকে সামনে
খ প্রাথমিক শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং গুণাবলী হতে হবে তেমনি উপযুক্ত। প্রয়োজন হলে
ক বিশ্ববিদ্যালয়ের বা অন্য কোন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। এবং উপযুক্ত শিক্ষকের
নক্রমও হতে হবে মর্যাদাসম্পন্ন যাতে তার নৈতিক মানের কোন পতন বা অবক্ষয় হওয়ার
বনা না থাকে। আমি খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছি, আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং
। শিক্ষকদের শিক্ষাগত মান অত্যন্ত নিচু স্তরের। এছাড়া শহরে কিম্বা গ্রামে নানা কারণে অনেক
পড়াশুনা বন্ধ করে চলে যায়। শুধু দারিদ্র্য তার কারণ নয়, শিক্ষার নিম্নমানও তার কারণ। এটি
টি স্বাধীন জাতির ভবিষ্যতের জন্য হতাশাব্যঞ্জক। জাতীয়ভাবে এটা কোন শুভ লক্ষণ নয়।
তের স্বার্থে জাতির প্রতিটি ব্যক্তিকে সমভাবে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা অপরিহার্য। কোন কোন

তথাকথিত ধনাঢ্য বা অভিজাতগণ তাদের সন্তান-সন্ততিদের বিদেশী কায়দায়
লেখাপড়া শেখানোর জন্য বিপুল ব্যয়সাধ্য কিন্ডার গার্টেন (Kindergarten) অর্থা
ইংরাজী মাধ্যমে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এবং পরে বিদেশে পড়াবার আশা ক
প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের আস্থা নেই) কিন্তু ঐসব শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করার মত
দেশের কয়জনের রয়েছে? কারণ এখানে প্লে গ্রুপ থেকেই অভিভাবকদের লক্ষ লক্
করতে হয় প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য। একই অবস্থা দৃষ্ট হয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়
ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় না করলে শিক্ষার কোন সুযোগ নেই। আর এখানেই জ
দেশের অগণিত জনগণ উন্নতমানের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। শিক্ষাক্ষেত্রে এমন আকা
কখনোই একটি জাতির অনুকূল কল্যাণকর নয়। মনস্তাত্ত্বিকভাবে এমন অসংগত
জাতির অস্থিমজ্জা পঙ্গু করে দিচ্ছে এবং পরোক্ষে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই অসার
প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকদের মতামত সংগ্রহ করলে দেখ
শিক্ষাক্ষেত্রের অভ্যন্তরে কত অজানা ধ্বংসাত্মক কীট বাসা বেঁধে জাতির মেরুদণ্ড
না ঘটাচ্ছে! শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি, মিথ্যাচারিতা শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে যে ছড়াছড়ি
এসব দিবালোকের মত যে সত্য তা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে এ পর্যন্ত জরীপ
আসবে। অধিকাংশ শিক্ষক প্রাইভেট কোচিং সেন্টারে পড়ান কিম্বা নিজেরাই কো
বসেছেন। কলেজ-ভার্সিটির শিক্ষকেরা প্রাইভেট কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পার্টটাইম
মোটা পয়সা কামাচ্ছেন। সুতরাং তাঁদের আপন স্কুল, কলেজ কিম্বা বিশ্ববিদ্যা
পাঠদানের সময় কোথায়?
কেবলমাত্র কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষায়
দেখে আমরা যে উল্লসিত হচ্ছি অহংকারে আটখানা হচ্ছি কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের বৃহ
দেখে আমাদের লজ্জিত হবার কিছু নেই? কার এবং কাদের দোষে এই বিষফল
গিলবে (অগণিত ছাত্রছাত্রীদের দুঃসহ দুর্ভোগে)? আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়
করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে দেশের প্রতিটি ব্যক্তিই রাষ্ট্রীয় সম্পদ।
সংহতির লক্ষ্যে কোন ব্যক্তিই অবহেলাযোগ্য নয়। এদের প্রত্যেককে সুশিক্ষিত, ক
দায়িত্বপূর্ণ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এর জন্য সুশিক্ষার কোন
বাংলাদেশ মুসলিম জনঅধ্যুষিত দেশ। এখানে বেশীরভাগ লোকই মুসলমান
ইসলাম ধর্ম রয়েছে তাদের মর্মমূলে। সুতরাং ইসলামী কায়দায় লেখাপড়া শেখা
অধিকাংশ দেশবাসীর। সেই পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষার দাবী জনগণের কাম্য। ঢাকা,
রয়েছে সরকার পরিচালিত আলীয়া মাদ্রাসা। এখানে বাংলা, ইংরেজী, আরবী
অন্যান্য বিষয় পড়ানো হয়। হিউম্যানিটিস ছাড়াও বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখা রয়েছে
এটির তদারকি করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। এছাড়া প্রাইভেট মাদ্রাসাও চালু আছে
মাদারেস বা প্রাইভেট মাদ্রাসা বোর্ড পরিচালিত এ মাদ্রাসাগুলো। সরকারী মাদ্রাসা
তফসির (Islamic Jurisprudence) হাদীস এবং ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্স বা
হয়। কারিকুলামে বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে আরবী সাহিত্য বাধ্যতামূ
হয়। এখানে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে পাঠ্যক্রম অতিরিক্ত থাকায় পড়ার চাপও বেশী।
আবার প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলোতে বিজ্ঞান বা বাণিজ্য বিভাগ নেই। এখানকার সিলে
স্বতন্ত্রভাবে বেফাকুল মাদারেস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আলীয়া মাদ্রাসার অনুরূপ নয়।
শিক্ষার্থীর বেতন এবং জনগণের মাদ্রাসার চেয়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্য সুচারুরূ
সম্প্রতি সরকার আরবী দাখিলকে এসএসসি (মাধ্যমিক), আলীমকে এইচএসসি
ফাজিল (স্নাতক) এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স (MA.) হিসেবে স্বীকৃতি দি
দুঃখের ব্যাপার! সাধারণ শিক্ষার সমান্তরাল মাদ্রাসা শিক্ষার সমমর্যাদা দেয়া হয়
থেকে ছাত্ররা পাস করে বের হয়ে জেনারেল এডুকেশনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মতন
বেসরকারী পর্যায়ে বড় একটা চাকরি পায় না। ফলে এদের অনেকেই নানা
সরকারী-বেসরকারী কর্মক্ষেত্রে মাদ্রাসা পড় য়া ছাত্রছাত্রীদের চাকরি পাওয়া ভার।
জেনারেল লাইনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর মাস্টার্স পাস করা ছাত্রদের। দুঃখের বিষ
আলিম ফাজিল পাস করা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এদেরকে আইনশাস্ত্রে অনার্স
না বলে খবরে প্রকাশ। এই তো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার নানা দিক। ভোকেশনাল
একটি শিক্ষাব্যবস্থা এখানে চালু আছে, যেখানে কারিগরি শিক্ষা মাধ্যমিক মানের
ছাত্ররা পাস করার পর এখানকার স্যার্টিফিকেট বা কারিগরি শিক্ষা তাদের চাকরি লা
উপযোগী তাও অদ্যাবধি নির্ণিত নয়। এরূপ নানা অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে আমা
অগ্রসরমান। এছাড়া আছে পাঠ্যসূচীর মধ্যেও নানা অসঙ্গতি। বাংলা সাহিত্যে পাঠ্য
কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য পাঠ না করেও মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করা যায় বাংলা
বিবেচনা করলে জাতীয়ভাবে আমরা অসঙ্গতির বেড়াজালে হাবুডুবু খাচ্ছি। আমাদে
বহির্বিশ্বে গৌণধর্মী এবং অবমূল্যায়িত অর্থাৎ যা কোন মূল্য বহন করে না। বিশ্বমা
টিকে থাকতে পারছি না।
শিক্ষাক্ষেত্রে এসব অসঙ্গতি কাটানোর উপায় হচ্ছে জাতীয়ভাবে শিক্ষা পরি
শিক্ষাব্যবস্থাকে একটা সংহতিমূলক, বাস্তবভিত্তিক (Uniforned and pra
বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন অতীব জরুরী। যাতে রাষ্ট্রের অন্তর্গত
প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে একটা সমনীতি ও আদর্শ অনুসৃত হয় এবং শিক্ষা কার্যক্রমে
ব্যবধান সমূলে উৎপাটন করে দেয়া হয়। মানসম্মত শিক্ষা চালু থাকলে দেশের
কলেজ -বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপত্রের অবমূল্যায়ন হবে না। বরং আমাদের জাতীয় সং
শিক্ষাব্যবস্থায় সার্বিক সমন্বয় জরুরীভাবে করা প্রয়োজন।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতাপ্রাপ্ত
সকল অর্থনৈতিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করতে পারে, হার্তে তাঁদের বেকারত্ব
পরিকল্পনা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়নই হবে শ্রেয়। এমন সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা
সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মুখ্যভাব জাগিয়ে দিতে হবে, যা
নাগরিকের অন্তরে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে স্বদেশের প্রতি, স্বদেশের মানুষের প্রতি নি
সেই উন্নতমানের শিক্ষাই প্রকৃত জাতীয় মর্যাদায় করবে আমাদের অভিষিক্ত। আমর
করতে পারি যে আমরা সুসভ্য ও সুশিক্ষিত জাতি। আরেকটি দিক এখানে উল্লেখের
তা হচ্ছে আমাদের টেকনোলজিক্যাল বা প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে মাইনিং এক্সপ্লোরে
exploration) আমাদের ভূগর্ভস্থ খনিজসম্পদ আমরা নিজেরা উত্তোলন ক
বিদেশীদের করায়ত্ত হচ্ছে দেশের খনিজসম্পদ, সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিক থেকে
হচ্ছি বিপুল পরিমাণে। এতে হচ্ছে কি, আপন ধন পরকে দিয়ে, খোয়াই সর্বস্ব মন
আমাদের প্রকৃত প্রযুক্তি শিক্ষার অভাবে বিদেশী বিনিয়োগ আহ্বান করে। অর্থনৈ
বশ্যতা মেনে নেই অবলীলাক্রমে। এভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হয় সুদূর
নজর দিতে হবে। সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা না করলে এই শিক্ষা সম
উত্তরণ কিভাবে সম্ভব?
আমাদের শিক্ষানীতির বৈপ্লবিক রূপান্তরের মাধ্যমেই সামাজিক, রাজনৈতিক ও